বিজ
শিক্ষা কর্মসূচি

একটি আলোকিত জাতি গঠনের লক্ষ্যে...

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)

Working together towards a better future since 1975...

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

সাইফুল ইসলাম (রবিন),
প্রতিষ্ঠাতা ও সিনিয়র অ্যাডভাইজর (এসএ), বিজ
ইকবাল আহাম্মদ
নির্বাহী পরিচালক (ইডি), বিজ

সম্পাদক

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), বিজ
কাবেরী সুলতানা
উপ-পরিচালক (রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন), বিজ
শাহী মাছুমা আখতার
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি), বিজ

কনটেন্ট প্রস্তুতি, গ্রাফিক্স ও লেআউট

নূর ফাতিহা তাহিয়াত সিয়াম
সিনিয়র ম্যানেজার (রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন), বিজ
তাহমিনা আক্তার
রিসার্চ অফিসার (রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন), বিজ

ফটোগ্রাফি

রাকিব হাসান সুমন
সহকারী ম্যানেজার (রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন), বিজ

প্রকাশনায়

রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন বিভাগ
বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
বাড়ি- ৮/বি, সড়ক- ২৯, গুলশান-১,
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮০২ ২২২২৮৯৭৩২-৩, +৮৮০২-২২৬৬০১৫৩৫-৯
ই-মেইল: info@beesbd.org, beesbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.beesbd.org

Copyright © BEES 2025-26

এক নজরে বিজ

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) একটি স্বনামধন্য জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা যেটি দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে সুবিধাবঞ্চিত, দূর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে আসছে। বিজ ১৯৭৫ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় Christian Reformed World Relief Committee (CRWRC) এর অধীনে বগুড়া গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (বিআরডিপি) হিসাবে কাজ শুরু করে। CRWRC এদেশ থেকে সকল কার্যক্রম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে বিআরডিপি CRWRC এর চলমান সকল কার্যক্রম এর দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থাটি বগুড়া জেলার সুবিধাবঞ্চিত, দুর্বল, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান এর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। এটি প্রধানত কৃষি গবেষণা, ক্ষুদ্রসেচ কৃষি সম্প্রসারন ও উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে সেবা প্রদান করে আসছে। এতে সংস্থাটি খুব অল্প সময়েই তার কর্ম এলাকায় গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর কর্ম পরিধিরও ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়। সংস্থাটি বর্তমানে ১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৩) জয়েন্ট স্টোক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, ৪) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরেটী (এমআরএ), ৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত।

বিজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, প্রানীসম্পদ অধিদপ্তর, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বিজ তার কার্যক্রমগুলোকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ, শুদ্ধাচার, জেন্ডার, যৌন হয়রানী এবং শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল তৈরী ও সংরক্ষণ করেছে; এছাড়া কর্মসূচিগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক কৌশল ও নির্দেশনা সংক্রান্ত গাইডলাইন যা সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহযোগীতা করে।

ভিশন

এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে পুরুষ এবং নারী উভয়েই তাদের নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনা করতে এবং একটি উচ্চতর ও টেকসই জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে একসাথে কাজ করতে পারে।

মিশন

দরিদ্র, নিরক্ষর, অবহেলিত, অদক্ষ এবং অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর; বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা।

বিজ এর সেবা প্রদানের কৌশলসমূহ

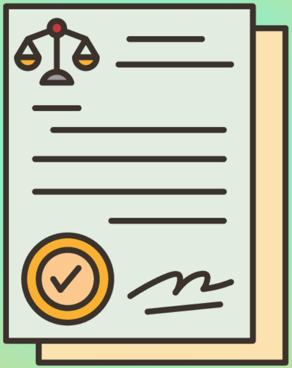

সার্টিফিকেশনসমূহ

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (এমআরএ)
নিবন্ধন সংখ্যা: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩

রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস
নিবন্ধন সংখ্যা: নং এস-৯৮২/৫২ অফ ১৯৮৪-১৯৮৫

এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো
নিবন্ধন সংখ্যা: ৫২৭/১৯৯১

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
নিবন্ধন সংখ্যা: পিএএ পিএএ এডব্লিউএ/পারি/৯২৫৬/১(১১)

সমাজসেবা অধিদপ্তর
নিবন্ধন সংখ্যা: ঢা-০২২৭৮/১৯৮৯

বিজ শিক্ষা কর্মসূচি

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং উন্নয়নের এমন এক অপরিহার্য উপাদান যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রাখে না। একে সমাজের ভিত্তি এবং যেকোনো ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়। যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি বয়ে আনতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে কিছু গ্রামীণ এলাকার মানুষ এখনও নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপে ভুগছে। মূলত শিক্ষার অভাবেই তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে পড়ছে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বিজ বিশ্বাস করে যে, মানুষ যদি শিক্ষার সিঁড়িতে অগ্রসর হয়, তবে সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। তাই, কর্মএলাকার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সাল থেকে বিজ তার সদস্যদের জন্য কার্যকরী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। লিখতে পারা বা গণনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ জীবনমুখী দক্ষতাগুলো এর সুবিধাভোগীদের উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৬ সালে এই কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। সেই থেকে বিজ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের যারা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য শিক্ষা-ভিত্তিক সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। প্রতি বছরই এটি তার শিক্ষা উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। আরও সফলভাবে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রেখে চলেছে।

শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সুবিধাভোগীদের অন্তত প্রাথমিক স্তরের সাক্ষরতা ও গাণিতিক জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাপাতিক দক্ষতা প্রদান নয়, বরং মানুষকে এমনভাবে পড়তে ও লিখতে শেখানো যা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অর্থবহ, ব্যবহারিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা কর্মসূচিটি এই উপলব্ধি থেকে নেওয়া হয়েছে যে নিরক্ষরতা হলো বঞ্চনা, বেকারত্ব এবং শোষণমূলক সামাজিক কাঠামোর সরাসরি কারণ ও ফলাফল। তাই মৌলিক শিক্ষা মানুষের অভিজ্ঞতার দিগন্তকে প্রসারিত করে, উপার্জনের ক্ষমতা বাড়ায়, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এবং নিজের সামর্থ্যের ওপর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

পটভূমি

১৯৯৯ সালের জুন মাসে ৫০টি শিক্ষা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে বিজ তার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। পরবর্তীতে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের অনেক শিশু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে—এই বাস্তবতা থেকে বিজ ৪ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতাকে সমন্বিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি গড়ে তোলে। বর্তমানে এই কার্যক্রম ৫২ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিজ ২০১৮ সালের এপ্রিলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমও শুরু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ৯৮৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে নিবিড় আলোচনার ভিত্তিতে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে বেসরকারী ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সেই সম্প্রসারণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে, ২০২৪ সালে আরও ১তি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হয়। এছাড়াও, ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নে ১৬ টি বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিজ শিক্ষার্থী নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করছে।

লক্ষ্য

কমিউনিটির শিশুদের জন্য শিশু-বান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি ও সামগ্রিক মানসিক বিকাশ সাধিত হয়।

উদ্দেশ্য

- বিজ-এর কর্মএলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪+ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা।
- শিশুদের পড়ালেখায় আগ্রহ সৃষ্টি, দক্ষতা অর্জন এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের, মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

বিজ শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

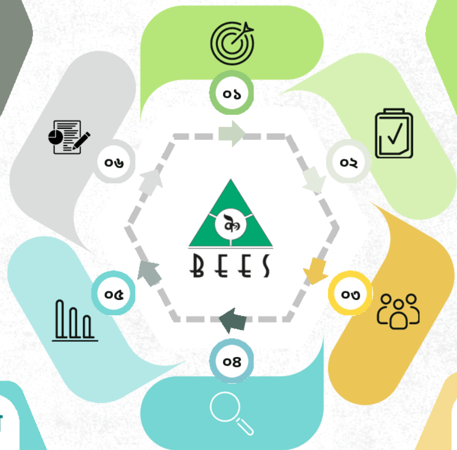

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর নির্দেশনায় সহকারী পরিচালক (শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা) বার্ষিক বিজনেস প্ল্যান প্রণয়ন করেন। উক্ত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ শেষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক থেকে অনুমোদন নেয়া হয়।

সমিতি অফিস ভিত্তিক পরিকল্পনা

অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি সমিতি অফিস কেন্দ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ও দায়িত্ব বণ্টন করে প্রয়োজনীয় জনবল, উপকরণ ও লক্ষমাত্রা প্রনয়ন করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন

ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার ও সুপারভাইজারদের মাধ্যমে সমিতি অফিস ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ক্লাস ও সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সুপারভিশন, মনিটরিং ও মান নিশ্চিতকরণ

সহকারী পরিচালক, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও মনিটরিং করে কার্যক্রমের গুণগত মান যাচাই, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তাৎক্ষণিক সমাধান নিশ্চিত করেন।

সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় জোরদার করা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা মনিটর করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রিপোর্টিং ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

মাঠ পর্যায় থেকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রস্তুত করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়।

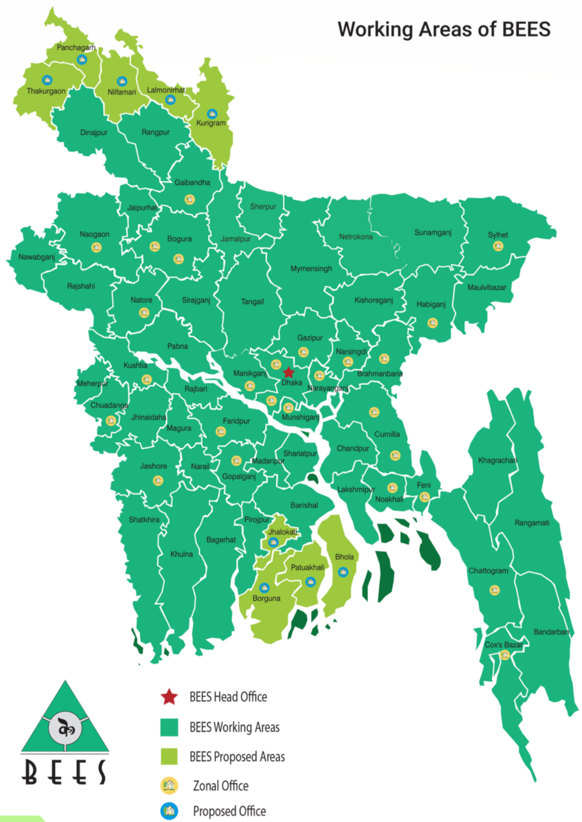

কর্ম এলাকার পরিধি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি:
বিজ ১৯৯৯ সালে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর, রংপুরের পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় ৫০টি স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে (২০২৪–২০২৫ অর্থবছরে) ৫২টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির বর্তমান কার্য এলাকা বিস্তৃত হয়েছে রংপুর (পীরগঞ্জ), দিনাজপুর (ঘোড়াঘাট), গাইবান্ধা (সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ী), বগুড়া (শেরপুর, ধুনট ও গাবতলী), গোপালগঞ্জ (সদর ও টুঙ্গিপাড়া), গাজীপুর (ভাওয়াল মির্জাপুর) এবং নরসিংদী (সদর) উপজেলায়।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি:
বিজ ২০১৮ সালে সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ৭টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে আরও ১টি বিদ্যালয় এই কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মোট ৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এই দুই ধারার সমন্বয়ে বিজ একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় উত্তরণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

বিজ শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র
২০২০-২০২৫

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা

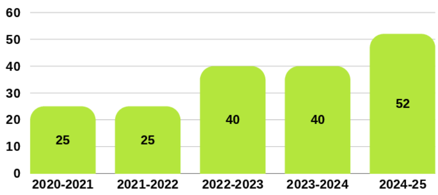

মোট শিক্ষার্থী (৫+/৪+ বছর)

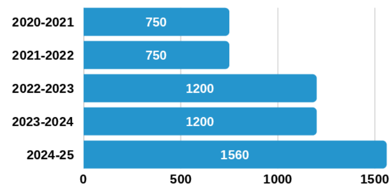

সিএমসি গঠন বনাম সিএমসি সভা

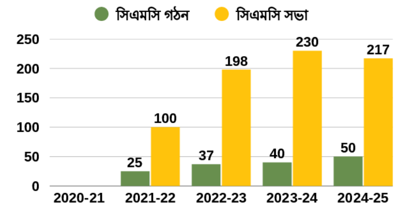

প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার্থী সংখ্যা

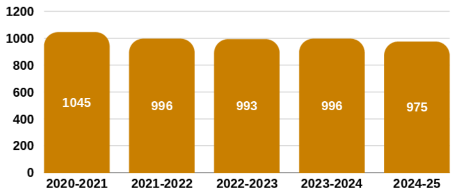

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা

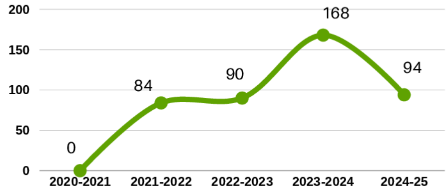

স্থানীয় হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি

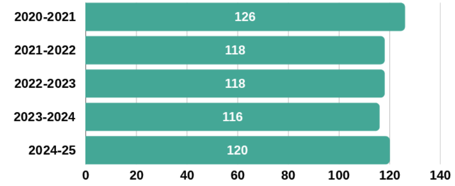

বিজ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সেবাসমূহ

১. উপযুক্ত স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন ও স্থাপন

২. ৪+ বছর বয়সী লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের নির্বাচন ও ভর্তি

৩. শিক্ষকদের নিয়োগ, রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

৪. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) গঠন/পুনর্গঠন ও সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন

৫. দ্বিমাসিক CMC সভা পরিচালনা ও কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও শেখার পরিবেশ উন্নয়ন

৭. শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি নিশ্চিতকরণ

৮. শিক্ষাকেন্দ্রে তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ও স্টাফ কো-অর্ডিনেশন মিটিং

৯. অভিজ্ঞতা বিনিময় ভিজিট এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ

১০. শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সেবা - বিশেষ শিশু সহায়তা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান ইত্যাদি

১১. সহশিক্ষা কার্যক্রমঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবস উদযাপন

১২. পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ)

বিজ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সেবাসমূহ

১ প্রাথমিক বিদ্যালয়/ শিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন ও স্থাপন

২ মোট শিক্ষার্থী নির্বাচন ও ভর্তি নিশ্চিতকরণ

৩ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা পরিচালনা

৪ সকল শিক্ষকের জন্য ৩ দিনের বেসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন

৫ নিয়মিত ক্লাস মনিটরিং ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ

৬ সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা যৌথ স্কুল পরিদর্শন ও তদারকি

৫ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

৬ সরকারি সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান

৭ শিক্ষকদের মাধ্যমে নিয়মিত বাড়ি ভিজিট ও মা সমাবেশ- অভিভাবক সভা আয়োজন

৮ কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠক আয়োজন (শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে)

৯ স্থানীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটিতে অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় সভায় যুক্ত থাকা

১০ শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরে (ষষ্ঠ শ্রেণি) ভর্তি নিশ্চিতকরণ

১১ শিক্ষকদের সমন্বয় সভা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ

১২ বসতবাড়িতে পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক বাগান কার্যক্রম

১১ স্থানীয় সরকার ও সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক অবদান নিশ্চিতকরণ

১২ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

বিজ শিক্ষা কর্মসূচির

সামাজিক প্রভাব

শিক্ষা সেবার সম্প্রসারণ

বিজ শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে ৯টি জেলা, ১৫টি উপজেলা, ৮টি জোন ও ২০টি শাখা অফিসে বিস্তৃত হওয়ায় দুর্গম এলাকার শিশুদের শিক্ষা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি

মোট ২,৯৫৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২,৫৫২ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশু হওয়ায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হচ্ছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

৮৩২টি সমিতি অফিসের মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পাদকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও অংশগ্রহণমূলক করেছে।

সদস্য পরিবারের শিশুদের সম্পৃক্ততা

ঋণ কর্মসূচির ৩,৩৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪০৩ জনের সন্তান শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আসায় পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন ও শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৬৮টি শিক্ষা কেন্দ্র ও ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ ও মানোন্নয়ন ঘটেছে।

বকেয়া-মুক্ত ও কার্যকর সমিতি ব্যবস্থাপনা

৮৩২টি সমিতি অফিসের মধ্যে ৯২টি এবং ৭০টি কার্যক্রমভুক্ত সমিতির মধ্যে ১৭টি বকেয়া-মুক্ত হওয়ায় আর্থিক শৃঙ্খলা ও টেকসই কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী হয়েছে।

BEES Inclusive Development Program (BIDP)
BANGLADESH EXTENSION EDUCATION SERVICES (BEES)
PARTNERSHIP-COORDINATION-INTER RELATION-OWNERSHIP-COMMUNICATION-INFORMATION-RESEARCH-TRAINING-AWARING-CLUSTERING-
working together towards a better future since 1975
Microfinance Program
SME loan
Micro entreprise loan
Agriculture loan
Livelihood loan
Compulsory savings
Optional savings
Term deposit
Credit Risk
Management
Agriculture Program
Technology transfer & technical support
Input delivery
Nursery and demonstration plot
Training and motivation
Fish and animal resources
Agriculture in homestead
Climate change
Environment
Health Program
Mother and child health
Family planning
Disease prevention, identification and cure
Adolescents' reproductive health
Food and nutrition
Referral service
Safe water
Sanitation
Education Program
Preprimary education
Primary education
Equitable education
Child health education
Life oriented education
scholarship
Social Safety net Program
Disaster management
Advocacy
Awareness
Counseling
Amusement
Rehabilitation
Security
Samity based community of microfinance program
Improvement of life & livelihood status
BEES

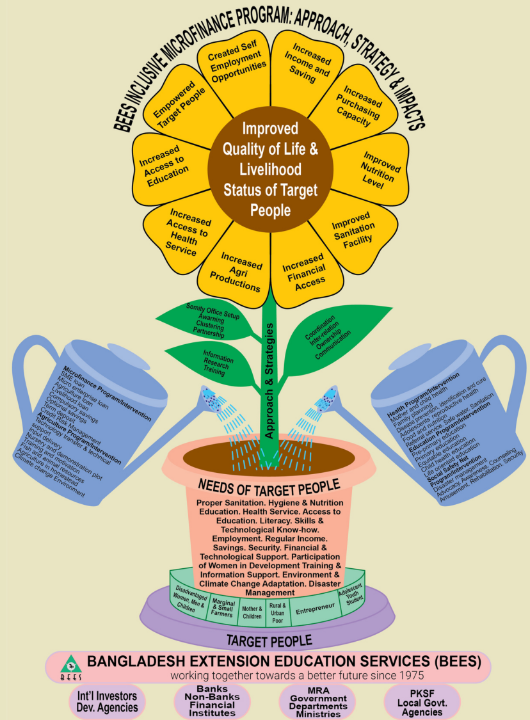
BEES INCLUSIVE MICROFINANCE PROGRAM: APPROACH, STRATEGY & IMPACTS
Improved Quality of Life & Livelihood Status of Target People
Created Self Employment Opportunities
Increased Income and Saving
Increased Purchasing Capacity
Improved Nutrition Level
Improved Sanitation Facility
Increased Financial Access
Increased Agri Productions
Increased Access to Health Service
Increased Access to Education
Empowered Target People
Somity Office Setup
Awarning
Clustering
Partnership
Information
Research
Training
Coordination
Inter-relation
Ownership
Communication
Approach & Strategies
Microfinance Program/Intervention
SME loan
Micro enterprise loan
Agriculture loan
Livelihood loan
Compulsory savings
Optional savings
Term deposit
Credit Risk Management
Agriculture Program/Intervention
Technology transfer & technical support
Input delivery
Nursery and demonstration plot
Training and motivation
Fish and animal resources
Agriculture in homestead
Climate change Environment
Health Program/Intervention
Mother and child health
Family planning
Disease prevention, identification and cure
Adolescents' reproductive health
Food and nutrition
Referral service. Safe water. Sanitation
Education Program/Intervention
Pre-primary education
Primary education
Equitable education
Child health education
Life oriented education
Social Safety Net Program/Intervention
Disaster management
Advocacy. Awareness. Counseling
Amusement. Rehabilitation. Security
NEEDS OF TARGET PEOPLE
Proper Sanitation. Hygiene & Nutrition Education. Health Service. Access to Education. Literacy. Skills & Technological Know-how. Employment. Regular Income. Savings. Security. Financial & Technological Support. Participation of Women in Development Training & Information Support. Environment & Climate Change Adaptation. Disaster Management
Disadvantaged Women, Men & Children
Marginal & Small Farmers
Mother & Children
Rural & Urban Poor
Entrepreneur
Adolescent Youth Student
TARGET PEOPLE
BANGLADESH EXTENSION EDUCATION SERVICES (BEES)
working together towards a better future since 1975
BEES
Int'l Investors Dev. Agencies
Banks Non-Banks Financial Institutes
MRA Government Departments Ministries
PKSF Local Govt. Agencies

50 years
of impact and resilience

Bangladesh Extension Education Services (BEES)
House- 8/B, Road-29, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Tel: +8802-222289732-3, +8802-226601535-9
Email: info@beesbd.org, Website: www.beesbd.org